সম্পাদকীয়

খোদার উপর খোদকারি পতনের অভিজ্ঞান

দেশে বিদ্যমান সংকটসমূহের অন্যতম ও ভয়ংকরতম বিপদের নাম মুদ্রাস্ফীতি। বিগত তিন মাস ধরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ শতাংশের বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, গত জুনে মূল্যস্ফীতি কমে হয়েছে ৯ দশমিক ১৬ শতাংশ। গত মে মাসে ছিল ৯ দশমিক ৪২ শতাংশ, যা ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির পরে অর্থাৎ আগের ১৬ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি। বিগত নয় মাস যাবৎ টানা চলছে এই মুদ্রাস্ফীতি। আগস্টের শুরুতে মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা কমে ৮ দশমিক ২৬ শতাংশে নামলেও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বলছে, এ বছর বাংলাদেশের গড় মূল্যস্ফীতি হতে পারে ৮ দশমিক ৮ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ।

নিত্যপণ্যের দাম হু হু করে বাড়ছে। মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে পদে পদে ধুঁকছে অধিকাংশ নাগরিক। বিপরীতে জাতীয় গড় মজুরি বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়িয়েছে ৮.০৫ শতাংশে। বিশেষত, গ্রামীণ অঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতি ও গড় মজুরির মধ্যকার এই ব্যবধান ভয়াবহতর। বিবিএসের হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে অনুসারে গ্রামে মাথাপিছু আয় মাত্র ৬ হাজার ৯১ টাকা। অথচ পঞ্চাশ কেজির এক বস্তা মোটা চাল (যেমন: বিআর-২৮ বা পাইজাম) ব্যবস্থা করতে গুণতে হবে ৩,০০০ টাকা থেকে ৩,৩০০ টাকা।

সংকট চলছে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহেও। জাতীয় দৈনিকের তথ্য অনুযায়ী, দেশে গ্যাসের দৈনিক চাহিদা প্রায় ৩,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট, বিপরীতে সরবরাহ পাওয়া যায় মাত্র ২,৪২০ মিলিয়ন ঘনফুটের মতো। অর্থাৎ দৈনিক ১,৩৮০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। দেশে চলমান বিদ্যুৎ সংকটের অন্যতম কারণ গ্যাসের ঘাটতি। গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনও বাড়বে বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান।

বাস্তবতা হলো, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অভাবে শিল্পকারখানাসহ দেশের সকল উৎপাদনক্ষেত্র ক্ষতির মুখে। পরিবহন মালিকরা হতাশায় ভেঙে পড়ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও। বিদ্যুৎ সংকট ও তীব্র লোডশেডিংয়ের কবলে পড়ে নষ্ট হচ্ছে শিক্ষার্থীদের জীবনের মহামূল্যবান সময়।

দেশের এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সরকারের প্রতি জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল, যেহেতু তাদের অধিকাংশ মুসলমান এবং নির্বাচনের সময় ভোটারদের সামনে নিজেদের দীনবান্ধব নেতা হিসেবে উপস্থাপন করে ভোট টানার চেষ্টা করেছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা কঠোর হবেন এবং রব্বে কারিমের অনুগ্রহ লাভের সব রকম উপায় অবলম্বন করবেন। নির্বাচনের আগে-পরে নেতাকর্মী ও মন্ত্রী-আমলাদের দ্বারা যেসব অপকর্ম হয়েছে, সেগুলো থেকে তওবা করে রব্বে কারিমের আনুগত্যের দিকে ধাবিত হবেন।

নিতান্ত লজ্জা, দুঃখবোধ ও বিস্ময় নিয়ে আমরা লক্ষ্য করলাম, রব্বে কারিমের আনুগত্যের পথে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন তারা সংসদে পাস করালেন। বিগত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রোববার জাতীয় সংসদে ১৮৮২ সালের দ্য ট্রান্সফার অব প্রোপার্টি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল সংসদে পাস করা হলো।

দেশের সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম ও বিরোধীদলের তীব্র প্রতিবাদের পরেও সংখ্যা ও শক্তির জোরে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী এই আইন দেশের আঠারো কোটি মুসলমানের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যে ভয়াবহ অপরাধ সরকার করলেন, এর দায় তাদেরকে নিতে হবে। মহান প্রতিপালকের দেওয়া সুনির্ধারিত উত্তরাধিকার আইন ও হেবা আইনকে তোয়াক্কা না করে ‘সিভিল আইন’-এর নামে যে শরিয়াবিরোধী আইন সংসদে পাস করা হলো, আল্লাহর গজব নেমে আসার জন্য এতটুকু যথেষ্ট।

জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররামের সম্মানিত খতিব মুফতি আবদুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ অনেক আগেই আইনটিতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বিস্তারিত ফতোয়া লিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ড. মুহাম্মাদ ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিস্তারিত অবগতি অর্জনের পর যে আইন পাস করা থেকে সরে এসেছিলেন, আমরা জানি না, কার প্ররোচনায় বর্তমান সরকার কুরআনবিরোধী সেই আইন সংসদে পাস করার স্পর্ধা দেখালেন।

অথচ, নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের শীর্ষ নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জয় লাভ করলে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন তারা করবেন না। জাতির সাথে এমনতর ঘৃণ্য প্রতারণার হেতু আমাদের জানা দরকার।

সরকার মহোদয়ের প্রতি আমাদের আহ্বান, অনতিবিলম্বে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন The Transfer of Property (Amendment) Bill, 2026 বাতিল করুন। কুরআন-সুন্নাহবিরোধী আইনটির পক্ষে সমর্থন করায় লজ্জিত হোন এবং গণ-তওবা করুন। একই সঙ্গে সংবিধানে থাকা শরিয়তবিরোধী অন্যান্য আইন বাতিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

নির্বাচনের আগে ‘মদিনার ইসলাম প্রতিষ্ঠা’র যে প্রতিশ্রুতি আপনারা দিয়েছিলেন, অতি দ্রুত তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিন। মদিনার ইসলামে ছিল সুসংহত স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষানীতি ও পবিত্রতম সভ্যতা-সংস্কৃতি। সিরাত ও ইতিহাসের প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থসমূহে যা বিস্তারিত বিবৃত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

দেশের বরেণ্য ও গবেষক আলেমদের মাধ্যমে মদিনার ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান সংকলন করে অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হোন। আমরা বিশ্বাস করি, কেবল এভাবে সম্ভব দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সুরাহা করা। এটাই সিরাতে মুস্তাকিম ও মহান রবের অনুগ্রহ লাভের পথ।

এই পথ ছেড়ে যে পথে সরকার চলছে, তা অনতিদূর সময়ে পুরো জাতিকে পতনের অতল গহ্বরে ঠেলে দিতে পারে। আরও সংকীর্ণ করে দিতে পারে দেশের অর্থনীতি। বিনষ্ট হতে পারে শান্তি ও নিরাপত্তা। কুরআন কারিমে রব্বে কারিম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সতর্ক করেছেন :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا
﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾

আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ আর তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম।' আল্লাহ বলবেন, 'এভাবেই তো আমার নিদর্শনসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজকের দিনে সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে। [সুরা ত্ব-হা : ১২৪-১২৬]